



136774 - যবে ব্যক্ৰ্তি পরীক্ৰ্ষাতে নকল কৰছে এবেং আল্লাহ্ তার দোষ গোপন ৰখেছেন; তার উপর কি
নজিৰে দোষ প্ৰকাশ কৰা অনবিৰ্য?

প্ৰশ্ন

যবে ব্যক্ৰ্তি পরীক্ৰ্ষাতে নকল কৰছে এবেং আল্লাহ্ তার দোষ গোপন ৰখেছেন; তার উপর কি নজিৰে দোষ প্ৰকাশ কৰা
অনবিৰ্য? প্ৰশ্ন হলো: কয়কে দনি আগে আমাদরে একজন শক্ৰ্ষিকা এসছেন। তিনি ক্লাস শেষে কৰার পর এবেং আমরা তার
কাছে পরীক্ৰ্ষার উত্তরপত্ৰ জমা দয়োর পর; যারা পরীক্ৰ্ষাতে নকল কৰছে কথিবা কোন ছাত্ৰীকে নকল কৰতে সহযোগিতি
কৰছে তাদরে জন্য বদদয়োয়া কৰা শুৰু কৰলনে এভাবে: আল্লাহ্ যনে সে সব ছাত্ৰীৰ মুখোশ উন্মোচন কৰে দনে, তাদরে
জন্য বশিবদিয়ালয়ে ভৰ্ত্তি পথ বুদ্ধ কৰে দনে এবেং বশিবদিয়ালয়ে ভৰ্ত্তি হতে পাৰলওে আল্লাহ্ যনে তাদরে সময়ে বৰকত
দান না কৰনে। এভাবে তিনি ভবিষ্যতরে সাথে সম্পূক্ৰ্ত যা কছি আছে সেগুলো নিয়ে বদদয়োয়া কৰতে থাকলনে। তিনি আৰও
বললনে: কয়িমতরে দনি তিনি আমাদরেকে ক্ৰমা কৰবনে না। ফায়লিতুশ শাইখ! ‘আমি নকল না-কৰা’ এটা কি আমার উপর এই
শক্ৰ্ষিকার প্ৰাপ্য অধিকার? উল্লেখ্য, আমি শেষে বৰ্ষে পড়ছি। ইতপূৰ্বে আমি স্বচেছায় বশিষেতঃ এই সাবজকেটে নকল
কৰনি। শুধু একবার এক ছাত্ৰীৰ কাছ থেকে উত্তরটি শুনছেলিম। যবে ছাত্ৰীৰ সাথে আমার ক্লাসে সহপাঠনীৰ সম্পৰ্ক ছাড়া
আর কোন সম্পৰ্ক নেই। তার কাছ থেকে আমি জবাবটি শুনলে লিখেছেলিম। আমি জানি যবে, নকল কৰা হৰাম। এখন আমার
উপর কি স্বীকার কৰা আবশ্যক? যদি আল্লাহ্ আমাকে আচ্ছাদতি ৰাখনে; আমি কি নজিৰে নজিৰে মুখোশ উন্মোচন কৰব?
উল্লেখ্য, আমি আসলহে ভীতসন্ত্ৰস্ত। আমার চূড়ান্ত আশা হলো বশিবদিয়ালয়ে চান্স পাওয়া।

প্ৰিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পৰীক্ৰ্ষাতে ও অন্যান্য ক্ৰ্ষেত্ৰে নকল কৰা হৰাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘যবে ব্যক্ৰ্তি
জালিয়াত কৰে সে আমাদরে দলভুক্ৰ্ত নয়’ [সহহি মুসলিম (১০১)]

যবে ব্যক্ৰ্তি এমন কছি কৰে ফলেছে তার উপর আবশ্যক আল্লাহ্ৰ কাছে তাওবা কৰা। নজিকে উন্মোচন কৰা তার উপর
আবশ্যকীয় নয়। বৰেংচ আল্লাহ্ৰ আচ্ছাদনে নজিকে আচ্ছাদতি ৰাখাই বাঞ্ছনীয়। সে নজিৰে গুনাহৰ জন্য অনুতপ্ত হবো
এবেং এমন গুনাহ পুনৰায় না কৰার দৃঢ় সংকল্প কৰবো। ইমাম মুসলিম সহহি গ্ৰন্থে (২৫৯০) আবু হুৰায়রা (রাঃ) থেকে বৰ্ণনা
কৰছেন যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘আল্লাহ্ যবে ব্যক্ৰ্তি গুনাহ দুনিয়াতে ঢেকে ৰখেছেন; তিনি তার
গুনাহ কয়িমতরে দনিও ঢেকে ৰাখবনে।’



এটি তাওবাকারীর জন্য সুসুংবাদ যবে, যার দোষ আল্লাহ্ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন আখিরাততেও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মেটিকে আরও তাগদি করতে গিয়ে বলেন যা ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে (২৩৯৬৮) আয়শি (রাঃ) থেকে সংকলন করছেন যবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনিটি বিষয়ে আমি হলফ করতে পারি। ইসলামে যার একটি হলেও শয়োর রয়েছে আল্লাহ্ তাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা করবেন না ইসলামে যার কোন শয়োর নাই। ইসলামের শয়োর তিনিটি: নামায, রযো ও যাকাত। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে যবে বান্দার অভিব্যক্তিব গ্রহণ করছেন; এমনটি হবে না যবে, কয়ামতের দনি তিনি তাকে অন্য কারো অভিব্যক্তিব ছড়ে দবিনে। যদি কোন ব্যক্তিক কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথেই রাখবেন। আর চতুর্থটির উপর আমি যদি হলফ করি আশা করি আমি গুনাহগার হব না। সটেই হলো: যদি আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ ঢেকে রাখেন তাহলে কয়ামতের দনিও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন।” [আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহি’ গ্রন্থে (১৩৮৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মতরুটি ঢেকে রাখার নরিদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “তোমরা এসব নোংরা কাজ থেকে বঁচে থাক; যগেলো থেকে আল্লাহ্ নষিধে করছেন। কটে যদি কোনটি করে ফলে তাহলে সে যবে আল্লাহ্ আচ্ছাদন দিয়ে নজিকে ঢেকে রাখে।” [সুনানে বাইহাক্বী, আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহি’ গ্রন্থে (৬৬৩) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপতি:

যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করছে তার উচতি এর থেকে তাওবা করা, পুনরায় এটি না করা এবং নজিরে দোষ ঢেকে রাখা।

আর আপনি যদি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞেসে না করে থাকেন; বরং তার কাছ জিজ্ঞেসে করা ছাড়া এমনতি শুনতে থাকেন তাহলে এটি নকল (জালিয়াত) হিসেবে গণ্য হবে না। ইনশাআল্লাহ্, আপনি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞেসে করা বা ইশারা-ইঙ্গতি চাওয়া ব্যতীত তার কাছ থেকে শুনতে যা লখিছেন এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না।

নকলকারীর জন্য শিক্ষিকার বদদোয়া করা; যভেবে প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে; আমাদের কাছ মনে হচ্ছে: এতে সীমালঙ্ঘন ঘটছে। যহেতে নকল করা (জালিয়াত করা) এটি শিক্ষিকার অধিকার নয় এবং ব্যক্তি শিক্ষিকার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। বরং এটি আল্লাহ্ অধিকার। এ কারণে শিক্ষিকা কষমা করা বা না-করার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। যদি শিক্ষিকা কেবল নকল কারনীর পরচিয় তার সামনে উন্মোচন করার দোয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে হয়তো এর কোন যুক্তিকিতা থাকত। কিন্তু তিনি বদদোয়া করতে গিয়ে উচতিরে চয়েবে বেশি সীমালঙ্ঘন করছেন। সম্ভবতঃ তিনি ছাত্রীদেরকে ভয় দেখাতে চয়েছেন এবং নকল থেকে নবিত করতে চয়েছেন।

আল্লাহ্ আমাদেরকে, সেই শিক্ষিকাকে ও সকল মুসলমিকে কষমা করে দনি।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।